বড়দের সম্মান করুন

24-January-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ؕ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনি আদম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। **(মু'জামুল কবীর, ৩/৮২, নম্বর-২৭২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বয়ানে আমরা বড়দের আদব ও সম্মান সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আমাদের প্রিয় মাযহাব, দ্বীনে ইসলাম আমাদের এই বিষয়ে শিক্ষা দেয় যে, যারা বয়স এবং মান ও মর্যাদায় আমাদের চেয়ে ছোট, আমরা যেন তাদের সাথে স্নেহ ও মমতা সূলভ আচরণ করি এবং যারা বয়সে, জ্ঞানে, মান ও মর্যাদায় আমাদের চেয়ে বড়, যেন তাদের আদব ও সম্মান করি। প্রতিদিন বড়দের সাথে আমাদের কোন না কোন কারণে কথাবার্তা অবশ্যই হয়ে থাকে, আমাদের বড়দের মধ্যে পিতা মাতা, চাচা জেঠা, খালু, মামা, বড় ভাই বোন, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, শিক্ষক, পীর ও মুর্শীদ, ওলামা মাশায়িক এবং সকল উচ্চ মর্যাদার লোক অর্ন্তভূক্ত। আমাদেরকে তাদের আদব ও সম্মান করার আদেশ আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করিঃ

১. ইরশাদ হচ্ছেঃ বড়দের আদব ও সম্মান করো এবং ছোটদের স্নেহ করো, তবে তোমরা জান্নাতে আমার সহচর্য পাবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৪৫৮, হাদীস নং-১০৯৮১)

২. ইরশাদ হচ্ছেঃ তোমরা নিজেদের মজলিশকে আলিমের ইলম, বৃদ্ধদের বয়স এবং সুলতানের (বাদশাহ) পদের কারণে প্রশস্ত করে দাও।

(কানযুল উম্মাল, বাবুল ঈমান, ৯/৬৬, নম্বর-২৫৪৯৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্ববর্তীরা তাঁদের বুযুর্গদের (বড়দের) কিরূপ আদব ও সম্মান করতেন, আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার **"সামুদ্রিক গম্বুজ"** রিসালার ৫ম পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেন। আসুন! এই ঘটনাটি গভীর মনযোগ সহকারে শ্রবণ করি এবং মায়ের দোয়া নেওয়ার চেষ্টা করি।

মায়ের সম্মান

হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তীব্র শীতের এক রাতে আমার মা আমার নিকট পানি চাইলেন, আমি গ্লাস ভর্তি করে পানি নিয়ে আসলাম কিন্তু তখন মায়ের ঘুম এসে গিয়েছিল, আমি জাগানো ঠিক মনে করলাম না, পানির গ্লাস হাতে নিয়ে এ অপেক্ষায় মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম যে, তিনি জাগ্রত হলেই পানি প্রদান করব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেল এবং গ্লাস থেকে গড়িয়ে কিছু পানি আমার আঙ্গুলে এসে জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। যাহোক যখন আম্মাজান জাগ্রত হলেন আমি পানির গ্লাস পেশ করলাম, বরফের কারণে লেগে থাকা আঙ্গুল হতে গ্লাস যখনই পৃথক হল তখন ঐ স্থানের চামড়া ছিড়ে গেল এবং রক্ত গড়িয়ে পড়ল, আম্মাজান দেখে বললেন: 'এ কি?' আমি পুরো ঘটনা আরয করলে তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন: 'হে **আল্লাহ**! আমি তার উপর সন্তুষ্ট তুমিও তার উপর সন্তুষ্ট থেকো।'

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতইনা সুন্দর ভাবে নিজের মায়ের সম্মান করলেন, তাঁকে ঘুম থেকে জাগানো সঠিক মনে করলেন না এবং তাঁর আদবের কারণে তীব্র শীতের রাতে দাঁড়িয়েই কাটিয়ে দিলেন। তাঁর এই আচরণে খুশি হয়ে তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান অন্তর থেকে দোয়া করলেন যে, "হে **আল্লাহ**! আমি তার উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তার উপর সন্তুষ্ট থেকো।" আমাদেরও আমাদের বুযুর্গদের এই আদবের পদ্ধতিকে নিজের মাঝে প্রতিফলন করে পিতা মাতার প্রতি আদব ও সম্মান করা উচিৎ, কেননা পিতা মাতা সম্মান করা, তাঁদের খেদমত করা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের

বিষয়। যদি আমরা তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করি, তাঁদের সম্মান করি তবে হতে পারে যে, খুশি হয়ে তাঁদের অন্তর থেকে আমাদের জন্য এমন কোন দোয়া বের হয়ে গেল, যা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের উপায় হয়ে যায়। দ্বীনে ইসলাম আমাদেরকে পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরণ করার এবং তাঁদের সাথে খুবই নম্রভাষায় কথাবার্তা বলার আদেশ দিয়েছেন।

যেমনটি ১৫তম পারার সূরা বণী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে **আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿۲۳﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿۲۴﴾ ؕ

(পারা ১৫, রণী ইসরাঈল, আয়াত ২৩,২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যেন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে 'উহ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও কোমল হৃদয়ে; আর আরয করো, 'হে আমার রব! তুমি তাদের উভয়ের উপর দায় করো যেভাবে তারা উভয়ে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন'।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে রয়েছে যে, **আল্লাহ তাআলা তাঁর** ইবাদতের আদেশ দেয়ার পর এরই সাথে পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন, এর হিকমত হলো যে, মানুষের অস্তিত্বের মূল হলো **আল্লাহ তাআলা**র সৃষ্টি এবং উদ্ভাবন আর প্রকাশ্য মাধ্যম হলো তার পিতা মাতা, এই জন্যই **আল্লাহ তাআলা** মানুষের অস্তিত্বের মূলকে সম্মানের আদেশ দিয়েছেন, অতঃপর এর পাশাপাশি প্রকাশ্য মাধ্যমকে সম্মানের আদেশ দিলেন, আয়াতে মুবারাকার অর্থ হচ্ছে যে, তোমাদের রব **তাআলা** আদেশ করেছেন যে, তোমরা তোমাদের পিতা মাতার সাথে খুবই উত্তম পদ্ধতিতে নেক আচরণ করো কেননা পিতা মাতার উপর তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ খুবই মহান, তেমনি তোমাদেরও উচিৎ যে, তোমরাও তাঁদের সাথে এমনি নেক আচরণ করো। (সীরাতুল জিনান, ৫/৪৪০)

যদি তোমাদের পিতা-মাতা দূর্বল হয়ে যায় এবং তাঁদের অঙ্গে শক্তি কমে যায় আর যেমনটি তুমি শিশুকালে তাঁদের নিকট শক্তিহীন ছিলে, এমনি তাঁরা নিজেদের শেষ বয়সে তোমাদের নিকট দূর্বলাবস্থায় এসে পড়ে তবে তাঁদেরকে উফ বলো না অর্থাৎ এমন কোন শব্দ মুখ দিয়ে বের করো না, যাদ্বারা এরূপ মনে হয় যে, তাঁরা তোমাদের জন্য কোনরূপ বোঝা স্বরূপ এবং তাঁদেরকে ধমক দিয়ো না আর তাঁদের সাথে সুন্দর ও নম্রভাবে কথা বলবে এবং আদবের সহিত তাঁদের থাকবে।

(খাযিন, আল আসরা', ২৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/১৭০-১৭১। সীরাতুল জিনান, ৫/৪৪৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে করীমা এবং এর তাফসীর দ্বারা জানা গেল যে, **আল্লাহ তাআলা** পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিশেষভাবে তাঁদের বৃদ্ধ বয়সে বেশী খেদমত করার প্রতি জোড় দিয়েছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজে সাধারণত মাকে তো তবুও কিছু না কিছু গুরুত্ব দেয়া হয় কিন্তু দূভাগ্যজনক ভাবে "পিতা"কে একেবারেই উপেক্ষা করা হয়। অথচ পিতার কারণেই "মা" এর মতো নেয়ামত অর্জিত হয়, পুরো ঘরের অর্থনৈতিক বোঝা নিজের কাঁধেই বহন করে, ছোট্ট শিশুকে আঙ্গুল ধরে ধরে হাঁটতে শেখায় অতঃপর সমাজে মাথা উঁচু করে চলার পদ্ধতি শেখায়। যদি মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত হয়, তবে পিতা হচ্ছে মা এবং জান্নাতের মধ্যখানের দরজা, পিতার সন্তুষ্টিই **আল্লাহ তাআলার** সন্তুষ্টি। আসুন! পিতার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: পিতার সন্তুষ্টিতেই **আল্লাহ তাআলার** সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিই **আল্লাহ তাআলার** অসন্তুষ্টি। (তিরমীযি, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, ৩/৩৬০, হাদীস নং-১৯০৭)
২. ইরশাদ হচ্ছে: পিতার আনুগত্যই **আল্লাহ তাআলার** আনুগত্য এবং পিতার অবাধ্যতাই **আল্লাহ তাআলার** অবাধ্যতা। (মু'জামুল আওসাত, ১/৬১৪, হাদীস নং-২২৫)
৩. ইরশাদ হচ্ছে: পিতা হচ্ছে জান্নাতের দরজাগুলোর মাঝে মধ্যবর্তী দরজা, চাও তো তা নষ্ট করে দাও এবং চাও তো তা হেফাজত করো।

(তিরমীযি, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, ৩/৩৫৯, হাদীস নং-১৯০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যারা নিজের বড়দের বিশেষ করে পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করে, তাঁদের মনে কষ্ট দেয়, তাঁদের সম্মান করে না এবং তাঁদের সাথে খারাপ আচরণ করে তবে সেই ব্যক্তি কঠিন গুনাহগার এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আযাবের হকদার হয়ে যায় আর এরূপ ব্যক্তি সমাজেও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় না। মনে রাখবেন! পিতা মাতার সম্পর্কের কারণেই দাদা, দাদী, নানা, নানী এবং অন্যান্য সকল বয়োবৃদ্ধেরও সম্মান করা আমাদের জন্য আবশ্যক, কেননা ইসলামী সমাজের স্বকীয়তা ও বিশেষত্ব যে, বড় এবং বৃদ্ধদেরও মর্যাদা প্রদান করে, ইসলামে বৃদ্ধদের বোঝা মনে করে ঘর থেকে বের করে দেয়া এবং তাঁদের কোন "বৃদ্ধাশ্রম" (Old House) এ জমা করিয়ে দেয়ার কোনরূপ ধ্যান ধারণা রাখে না, ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট যে, যুবকদেরকে বুড়োদের সাথে আদব ও সম্মান করার এবং তাঁদের মান ও মর্যাদার হেফাজত করার উৎসাহ প্রদান করে, পূর্ববর্তী যুগে কোন যুবক যদি কোন বৃদ্ধ মানুষের আগে আগে চলতো তবে **আল্লাহ তাআলা** তাতে (তার বেআদবীর কারণে) জমিনে ধ্বসিয়ে দিত। (রুহুল বয়ান, ৯/৬২)

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে যুবক কোন বৃদ্ধকে তার বয়সের কারণে সম্মান করবে, তার প্রতিদানে **আল্লাহ তাআলা** অন্য কারো মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করবে।" (তিরমীযি, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৪১১, নম্বর-২০২৯)

আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেন আমাদের বড়দের আদব করি, তাঁদের আদেশ সাথে সাথে পালন করি, যেন দুনিয়ায় মান সম্মান এবং আখিরাতে অপমান থেকে নিজেকে বাঁচাতে সফল হতে পারি। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা নিজেদের অনুসারি এবং ভালবাসা পোষণকারীদেরকে বড়দের আদব রক্ষা করা এবং তাঁদেরকে সম্মান করার নসীহত পেশ করতেন।

বড়দের আদব করার নসীহত

ইমামে আযম, আবু হানিফা হযরত নুমান বিন সাবিত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর এক শাগরেদ হযরত সায়িদুনা ইউসুফ বিন খালিদ বসরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনির পর যখন তাঁর থেকে নিজের শহর বসরা যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল

তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: “আরো কিছুদিন অবস্থান করো যেন আমি তোমাকে সেই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে নসীহত করতে পারি, যা মানুষের সাথে মেলামেশা করতে, জ্ঞানীদের মর্যাদা জানতে, নফসের সংশোধন এবং মানুষের রক্ষনা-বেক্ষনে, সর্ব সাধারণকে বন্ধু বানাতে এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনে প্রয়োজন হবে, এমনকি যখন তুমি জ্ঞানার্জন করে যাবে তখন এই ওসীয়ত তোমার নিকট এমন হাতিয়ারের ন্যায় হবে, যার সম্পর্কে তোমার জানা প্রয়োজন এবং তা সেই জানাকে মার্জিত করবে আর তা ক্রুটিযুক্ত হওয়া থেকে বাঁচাবে। যখন তুমি বসরায় প্রবেশ করবো তখন লোকেরা তোমাকে অভ্যার্থনা জানাবে এবং তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে, তোমার সম্পর্কে জানবে, তখন তুমি প্রত্যেকের মর্যাদার বিচার করেই তাদের সম্মান দেখাবে, ভদ্র লোকের সম্মান এবং জ্ঞানীদের শ্রদ্ধা করবে, বড়দের আদব করবে এবং ছোটদের আদর ও স্নেহ করবে। (ইমাম আযম কি নসীহতেঁ, ২৫-২৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা, কোটি কোটি হানাফিদের মহান পেশওয়া, ইমামে আযম আবু হানিফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর শাগরেদকে নসীহত স্বরূপ বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের সাথে স্নেহ ও মমতা সূলভ ব্যবহার করার আদেশ দেন। মনে রাখবেন! বড়দের আদবকারী ব্যক্তিকে শুধু সমাজেই সম্মানিত ভাবা হয় না বরং অনেক সময় বড়দের আদব ও সম্মানের কারণে বড় বড় গুনাহগারদেরও ক্ষমা করে দেয়া হয়।

আল্লাহর ওলীদের আদবের বরকতে ক্ষমা হয়ে গেল

একবার একজন গুনাহগার ব্যক্তি নদীর পাড়ে বসে মুখ হাত ধৌত করছিল, এমন সময় লাখো হাম্বলীদের মহান পেশওয়া ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সেখানে আগমন করলেন এবং তার তেকে কিছু দূরে বসে ওযু করতে লাগলেন, যখন সেই ব্যক্তি দেখল যে, যেদিকে তার মুখ হাত ধোয়া পানি বয়ে যাচ্ছে, সেইদিকে তো **আল্লাহ তাআলার** একজন অনেক বড় ওলী বসে ওযু করছে, তখন তার মনে এটা সায় দিল না এবং সেই ব্যক্তি উঠে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর অপর পাশে গিয়ে বসে গেল, যেখানে তাঁর ওযুর ব্যবহৃত পানি বয়ে ঐ ব্যক্তির দিকে

আসছিল, **আল্লাহ তাআলার** ওলীর প্রতি এই আদব ও সম্মানের এমন ফল পেল যে, সেই ব্যক্তি যখন ইন্তিকাল করল এবং কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে, **আল্লাহ তাআলা** তাঁর ওলী হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর আদবের বরকতে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/১৯৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বড়দের প্রতি আদব ও সম্মান যেমন গুনাহগারদের আখিরাতের মুক্তির উপায় হয়, তেমনি তাঁদের শানে সামান্যতম বেআদবীও অনন্ত ক্ষতি ও আমল নষ্টের কারণও হতে পারে, কেননা বড়দের প্রতি বেআদবী করা শয়তানের কাজ এবং সে এই কারণেই **আল্লাহ তাআলার** দরবার থেকে অপমান ও অপদস্ত হয়ে বিতাড়িত হয়েছে, অথচ এর পূর্বে শয়তান উদ্যত ও অবাধ্য ছিলো না বরং সে হাজারো বছর ইবাদত করেছে, জান্নাতের খাযাঞ্চি (কোষাধ্যক্ষ) ছিল, সে ছিল জ্বিন তবে নিজের ইবাদত ও রিয়াযত এবং জ্ঞানের কারণে মুয়াল্লিমুল মালাকুত অর্থাৎ ফিরিশতাদের শিক্ষক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন **আল্লাহ তাআলার** নবী হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর শানে বেআদবী করার দোষে দুষ্ট হল তখন তার এতদিনের ইবাদত অযোগ্য এবং হাজারো বছরের রিয়াযত নষ্ট হয়ে গেল, অপমান ও অপদস্ততাই তার অদৃষ্ট হয়ে গেল, সার্বক্ষনিক লানতের শৃঙ্খল গলায় আবদ্ধ হয়ে গেল এবং সে জাহান্নামের অনন্ত আযাবের হকদার হয়ে গেল।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, বড়দের সাথে বেআদবী করা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান করাই আমাদের জন্য উপকারী, কোন এক আরবী কবি কত সুন্দরই না বলেছেন যে,

مَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ اِلَّا بِالْحُرْمَةِ   وَمَا سَقَطَ مَنْ سَقَطَ اِلَّا بِتَرْكِ الْحُرْمَةِ

অর্থাৎ যারা যাই পেয়েছে আদব ও সম্মানের কারনেই পেয়েছে এবং যারা যাই হারিয়েছে আদব ও সম্মান না করার কারণেই হারিয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বড়দের মধ্যে আমাদের শিক্ষকরাও অর্ন্তভূক্ত, আমাদের বুযুর্গরা তাঁদের ওস্তাদদেরও খুবই সম্মান করতেন, তাঁদের

উপস্থিতিতে দৃষ্টিকে নত রেখে, চুপচাপ জ্ঞানার্জন করতেন এবং অনেকে তো তাঁদের ওস্তাদ সাহেবের এমন আদব করতেন যে, তাঁদের জীবনের সমস্যা বলাকেও বেআদবী মনে করতেন, আসুন! এপ্রসঙ্গে দু'টি ঘটনা শ্রবণ করি;

ইমাম হুসাইনের দরসের আসর

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইলমের মজলিশের প্রসংশা করে এক কোরাইশীকে বলেন: "মসজিদে নববীতে চলো যাও, সেখানে একটি হালকায় লোকেরা চুপচাপ একাগ্রতার সহিত বাআদব বসা থাকে, যেন মনে হয় তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে, বুঝে নেবে যে, এটিই হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মজলিশ।" তিনি আরো বলেন: "এই হালকায় হাসি ঠাট্টা নামের কোন বিষয় থাকবে না।"

(তারিখে ইবনে আসাকির, হুসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব, ১৪/১৭৯)

অনুরূপভাবে হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ থেকে কোন প্রশ্ন করা হলে, তখন তিনি উত্তর দিতেন না। একবার হঠাৎ দেওয়ালের সাথে পিট লাগিয়ে বসে গেলেন এবং লোকেদের বললেন: "আজ যা কিছু জিজ্ঞাসা করা করে নাও।" লোকেরা আরয করল: "আজ কি হলো? আপনি তো কোন প্রশ্নের উত্তর দেন না?" বললেন: "এতদিন আমার ওস্তাদ হযরত যুন নুন মিসরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ জীবিত ছিলেন, তাঁর আদবের কারণেই উত্তর প্রদান করাকে এড়িয়ে যেতাম।"

লোকেরা এরূপ উত্তর শুনে আরো আশ্চার্য হলো, কেননা তাদের জানা মতে হযরত যুন নুন মিসরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এখনো জীবিত আছেন। যাই হোক তাঁর এরূপ উত্তরের সূত্র ধরে সাথে সাথেই সময় এবং তারিখ নোট করে রাখা হল। যখন পরে সংবাদ নেয়া হল তখন জানা গেল যে, তাঁর কথার কিছুক্ষন পূর্বেই হযরত যুন নুন মিসরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ মিসরে ইন্তিকাল করেছেন। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২২৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও নিজের ওস্তাদদের আদব ও সম্মান করা উচিৎ, কেননা আমাদের উপর তাঁদের বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে যে, তাঁরা জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের মাঝে চেতনা জাগ্রত করেন, ভাল মন্দের পার্থক্য শেখান, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বানিয়ে তোলেন, আচার ও আচরণ পূনর্গঠন করার চেষ্টা করেন,

হযরত ইবনে মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন যে, আমাদের অধিক জ্ঞানার্জনের চেয়ে সামান্য আদব শেখাই বেশী প্রয়োজন। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবুল আদব, পৃষ্ঠা-৩১৭)

আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ ওস্তাদের আদব শেখাতে গিয়ে বলেন: (১) (শাগরেদের উচিৎ যে,) ওস্তাদের পূর্বে কথা শুরু করবে না। (২) তাঁর স্থানে (আসন) তাঁর অনুপস্থিতিতেও বসবে না। (৩) চলার সময় তাঁর আগে যাবে না। (৪) নিজের সম্পদের কোন কিছুতেই ওস্তাদের জন্য কৃপণতা করবে না অর্থাৎ তাঁর যা কিছু প্রয়োজন খুশি মনে পেশ করো এবং তা গ্রহন করাতে তাঁর দয়া আর নিজের সৌভাগ্য মনে করো। (৫) তাঁর হককে নিজের পিতা মাতা এবং সকল মুসলমানের হকের উপর প্রাধান্য দেবে। (৬) যদিও তাঁর থেকে একটি অক্ষরও পড়ে থাকো তবে তাঁর সামনে বিনয় প্রকাশ করো। (৭) যদি তিনি ঘরের মধ্যে হয়, তবে দরজায় কড়াঘাত করবে না, বরং নিজেই তাঁর বাইরে আসার অপেক্ষা করবে। (৮) তাঁকে নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার কষ্ট দেবে না, যার কারণে তাঁর ওস্তাদের কোনরূপ কষ্ট অনুভূত হয়, তবে সে জ্ঞানের বরকত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩৭৬ ও ৬৩৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওস্তাদ রূহানী পিতার মর্যাদা রাখে, সুতরাং শাগরেদের উচিৎ যে, তাঁর আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাঁর নিকট জ্ঞানার্জন করা। তাফসীরে কবীরে রয়েছে: ওস্তাদ তাঁর শাগরেদদের জন্য পিতা মাতার চেয়ে অধিক সদয় হয়ে থাকে, কেননা পিতা মাতা তাকে দুনিয়ার আগুন এবং অন্যান্য বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে আর ওস্তাদ তাকে দোযখের আগুন এবং আখিরাতের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে। (তাফসীরে কবীর, ১/৪০১)

বড় ভাইয়ের সম্মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় দ্বীনে ইসলাম আমাদেরকে বড়দের সম্মান শিখিয়ে তাঁদের মাথায় সম্মান ও মহত্বের মুকুট সাজিয়েছেন, আমাদের বড়দের মধ্যে বড় ভাইয়ের স্থান ও মর্যাদাও সম্মানের উপযুক্ত। বড় ভাইয়ের অন্তরে **আল্লাহ তাআলার** পক্ষ থেকে ছোট ভাই বোনের জন্য পিতার ন্যায় স্নেহ ও মায়া মমতা

স্থাপন করা হয়। বড় ভাই পিতার বর্তমানে তো ছোটদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাদের প্রয়োজন মিটান এবং যদি পিতার মমতা ছায়া উঠে যায় অর্থাৎ পিতার ইন্তিকালের পরও নিজের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেন, বড় ভাইয়ের এতই অনুগ্রহ এই বিষয়ের দাবী রাখে যে, আমরাও যেন তাদের আদব করি, তাঁদের আদব ও সম্মান করে তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দিই, পিতার অবর্তমানে তাঁদেরকে নিজের পিতা মাতার মর্যাদা দিন, তাঁদেরকে নিজের অভিবাবক মনে করুন, তাঁদের গীবত, চুগলি এবং তাঁদের সম্পর্কে কুধারণা করা থেকে বাঁচুন। যথাসম্ভব তাঁদের জায়িয চাহিদা এবং আদেশ পালন করুন, সর্বদা তাঁদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং যদি কখনো দ্বন্ধ হয়েও যায় তবে স্বয়ং আগে গিয়ে বড় ভাই থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন আর তাঁকে সন্তুষ্ট করতে যেভাবেই সম্ভব চেষ্টা করুন।

বড় ভাইয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করো

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন হাযিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথা আমার হাতে, এর তাবীর (ব্যাখ্যা) জানার জন্য আমি আমার এই স্বপ্ন হযরত ইমাম ইবনে সীরীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে শুনালাম (যিনি স্বপ্নের তাবীর করাতে দক্ষ ছিলেন), তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার পিতা মাতার মধ্যে কি কেউ বেঁচে আছেন? আমি বললাম: নাই। তখন তিনি বললেন: তোমার কোন বড় ভাই আছে? আমি বললাম: জি হ্যাঁ। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: তাঁর ব্যাপারে **আল্লাহ তাআলা**কে ভয় করতে থাকো, তাঁর সাথে সদাচরণ করো এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থেকো। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২১০, হাদীস নং-৭৯২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, বড় ভাইয়ের মর্যাদা আদব ও সম্মানের ভিত্তিতে পিতার ন্যায় হয়ে থাকে। কিন্তু বড় ভাইয়েরও উচিৎ যে, নিজের ফযীলত শুনে কখনোই এই মানষিকতা তৈরী না করা যে, শুধু ছোটরাই আমাকে সম্মান করবে, যদিও আমি তাদের সাথে কড়া ভাষায় কথা বলি না কেন, তাদের যখন ইচ্ছ সবার সামনে অপমান করি না কেন, কোন ভূল করলে গালা গালি মারপিট করি না কেন, সর্বদা নিজের প্রভাব বজায় রাখার জন্য চোখ বড় করে তাকাই না কেন। মনে রাখবেন! ইসলাম সকলেরই হক ও আদব বর্ণনা করেছে, যেমনিভাবে

ছোটদের আদেশ দেয়া হয়েছে যে, নিজের বড়দের আদব করো, তেমনি বড়দেরও আদেশ দিয়েছে যে, তারাও যেন ছোটদের সাথে স্নেহ ও মমতা সূলভ আচরণ করে। এপ্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: لَيۡسَ مِنَّا مَنۡ لَّمۡ يَرۡحَمۡ صَغِيۡرَنَا وَيُوَقِّرۡ كَبِيۡرَنَا وَيَعۡرِفۡ لَنَا حَقَّنَا অর্থাৎ যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না, আমাদের বড়দের সম্মান করে না এবং মুসলমানদের হক জানে না, সে আমার নয়। (মু'জামুল কবীর, ১১/৩৫৫, হাদীস নং-১২২৭৬)

২. ইরশাদ হচ্ছে: বড়দের সম্মান করো, ছোটদের প্রতি দয়া করো, আমি এবং তমি কিয়ামতে এভাবে আসবো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের আঙ্গুল সমূহ একত্র করলেন। (আল মাতলাবুল আলীয়া, কিতাবুর রিকাক, ৭/৫৭০, হাদীস নং-৩১৪৩)

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের প্রতি মায়া ও মমতা প্রদর্শন করা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুবই পছন্দ, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা বড়দের সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ করার অভ্যাস গড়া এবং এরূপ পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া যেখানে বড়দের আদব এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও মমতার মানসিকতা প্রদান করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, বুযুর্গ এবং বড়দের আদব ও সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ করার মানসিকতা প্রদান করা হয়, সুতরাং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং নিজ এলাকায় যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে সাড়া জাগিয়ে দিন। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হলো "**মাদানী মুযাকারা**"।

✵ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ "**মাদানী মুযাকারা**" দেখতে ও শুনতে থাকার বরকতে শরীয়তের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার মানসিকতা নসীব হয়। ✵ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের সহচর্য অর্জিত হয়। ✵ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। ✵ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ✵ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী

পরিবেশে স্থায়ীত্ব নসীব হয়। ✲ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **“দা’ওয়াতে ইসলামী”**র সাম্প্রতিক তথ্য (Updates) জানা যায়। ✲ **মাদানী মুযাকারা** ইলমে দ্বীনে উন্নতির উপায়। ✲ **মাদানী মুযাকারা** হচ্ছে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জীবনের হাজারো বরং অসংখ্য অভিজ্ঞতা থেকে মাদানী প্রশিক্ষণ অর্জনের উত্তম উপায়। ✲ **মাদানী মুযাকারা**য় দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি চারিত্রিক প্রশিক্ষণও হয়ে থাকে। ✲ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট করা বিভিন্ন প্রশ্নের চিত্তাকর্ষক উত্তরের আদলে ইলমে দ্বীন অর্জিত হয় এবং ইলমে দ্বীনের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন:

এক হাজার রাকাত নফল নামায থেকে উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: হে আবু যর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ)! তোমার এই অবস্থায় ভোর হওয়া যে, তুমি **আল্লাহ তায়ালা**র কিতাব থেকে একটি আয়াত শিখেছো, তবে তা তোমার জন্য একশত (১০০) রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম এবং তোমার এই অবস্থায় ভোর হওয়া যে, তুমি ইলমের একটি অধ্যায় শিখেছো, যার উপর আমল করা হোক বা না হোক, তবে তা তোমার জন্য এক হাজার (১০০০) রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/১৪২, হাদীস নং-২১৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য ইসলামী ভাই মাদানী মুযাকারার বরকতে নিজের গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নিয়েছে। আসুন! নিয়্যত করি যে, আমরাও প্রতি সপ্তাহে **“মাদানী মুযাকারা”** দেখাকে নিশ্চিত করবো এবং অপর ইসলামী ভাইকেও মাদানী মুযাকারা দেখার দাওয়াত দিতে থাকবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। সাপ্তাহিক **মাদানী মুযাকারা** ছাড়াও বিভিন্ন সময়েও মাদানী মুযুকারা হয়ে থাকে, যেমন; মুহাররামুল হারামের ১০ দিন **মাদানী মুযাকারা**, রবিউল আউয়ালের ১২ দিন **মাদানী মুযাকারা**, রবিউল আখিরের ১১ দিন **মাদানী মুযাকারা**, রমযান মাসে প্রতিদিন ২টি **মাদানী মুযাকারা**, যিলহজ্ব মাসের ১০ দিন **মাদানী মুযাকারা** ইত্যাদি।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক এই মাদানী কাজ "**মাদানী মুযাকারা**" সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা "**সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা**" অধ্যয়ন করুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদার, বিশেষকরে সাপ্তাহিক **মাদানী মুযাকারা** মজলিশের নিগরান ও সদস্যবৃন্দরা তো এই রিসালা অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। এই রিসালা মাকতাবাতুল মদীনার পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও পাঠ করতে পারবেন।

এই রিসালা অধ্যয়ন করার বরকতে আপনারা জানতে পারবেন: ✯ ইলম না শিখার ক্ষতি ✯ **মাদানী মুযাকারা**য় প্রশ্ন করার গুরুত্ব ✯ সম্মিলিত **মাদানী মুযাকারা**য় অংশগ্রহনের পদ্ধতি ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বিস্তারিত ✯ **মাদানী মুযাকারা** সম্পর্কে মারকাযী মজলিশে শুরার মাদানী ফুল ✯ **মাদানী মুযাকারা** সম্পর্কে সতর্কতা এবং উপকারী জ্ঞান সম্বলিত প্রশ্নোত্তর ✯ **মাদানী মুযাকারা**র ও সাংগঠনিক সতর্কতা ইত্যাদি।

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে "**সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা**" শুনার বরকতের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যক্তির মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

ফ্যাশনের আগ্রহী সুধরে গেলো

লাইয়্যা শহরের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাই সুন্নাত থেকে দূরে ফ্যাশনের নেশায় মগ্ন ছিলো, নিত্য নতুন ফ্যাশনের পোষাক পরিধান করা, অহেতুক নিজের মূল্যবান মুহুর্ত নষ্ট করা তার স্বভাব ছিলো। **আল্লাহ তায়ালা**র স্মরণ থেকে উদাসিন ছিলো, নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা কিছুটা এভাবে হলো যে, একবার তার "মাদানী মুযাকারা" শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, এর বরকতে তার জীবনের পটই পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাধারণ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা অসংখ্য জ্ঞানের সমাহার "অমূল্য ভান্ডার" কুঁড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ অর্জিত হলো, খোদাভীতি এবং ইশকে রাসূলের কিরণে তার অন্ধকার অন্তর আলোকিত হয়ে গেলো, পূর্ববর্তি জীবনের প্রতি লজ্জিত হতে লাগলো, সুতরাং সে অবশিষ্ট জীবনকে মূল্যমান মনে করে ফ্যাশনের (Fashion) ভয়াবহতা থেকে পিছু

ছাড়িয়ে নিলো, সুন্নাতের প্রতি আমল করা এবং নিয়মিত নামাযের অনুসারী হওয়ার দৃঢ় অঙ্গিকার করে নিলো, মাথা সবুজ পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলো, দাড়ি শরীফ দ্বারা চেহারা আলোকিত করে নিলো এবং নেকীর উপর স্থায়ীত্ব পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। আর নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী মুযাকারা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, মাদানী মুযাকারা শুনার কারণে কিরূপ বরকত অর্জিত হয়, সুতরাং অলসতা দূর করুন এবং নিজের ব্যস্ততা থেকে সময় বের করে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা শুনার অভ্যাস গড়ুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৫টিরও বেশী বিভাগে সুন্নাতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মাদানী মুযাকারা মজলিশ"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"জ্ঞান হচ্ছে অসংখ্য গুপ্তধনের সমষ্টি, যা অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে প্রশ্ন"** এই উক্তিকে বাস্তবে রুপান্তরিত করতে প্রশ্নোত্তরের একটি ধারাবাহিকতা শুরু করেন, যাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **"মাদানী মুযাকারা"** বলা হয়। আশিকানে রাসূলরা মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে আক্বীদা ও আমল, ফযিলত, শরীয়ত ও তরিকত, ইতিহাস ও চরিত্র, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, নৈতিকতা ও ইসলামী জ্ঞান, আর্থসামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদি এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী করে থাকে এবং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় ইশকে **রাসূলে** ভরপুর উত্তর প্রদান করে ধন্য করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ "মাদানী মুযাকারা মজলিশ" এর অধীনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত এরূপ চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুগন্ধি

দ্বারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের সুবাশিত করতে এই মাদানী মুযাকারাকে লিখিত রিসালা এবং মেমোরী কার্ড (Memory Cards) আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। **আল্লাহ তায়ালা** মাদানী মুযাকারা মজলিশকে আরো বরকত দান করুন। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আত্মীয়দের সম্মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলাম পিতা-মাতা, ওস্তাদে কিরাম, বড় ভাই বোন, পীর মুর্শীদ এবং অন্যান্য বড়দের পাশাপাশি নিকটাত্মীয়দের হক ও আদবও বর্ণনা করে, নিকটাত্মীয়দের সম্পর্ক সাধারণত পিতা মাতার কারণেই হয়ে থাকে এবং এসব আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করাও যেন পিতা মাতার প্রতি আদব ও সম্মানের একটি রূপ। আত্মীয়ের সম্মানের জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, তাদের সামনে দৃষ্টি নত রাখবে, হাত চুম্বন করবে বরং তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকাও আত্মীয়ের সম্মান বলা হয়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কোরআনী আদেশ

আল্লাহ তাআলা ৪র্থ পারার সূরা নিসার ১ম আয়াতে আত্মীয়দের হক আদায় করার আদেশ ইরশাদ করেন:

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا ﴿۱﴾

(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং **আল্লাহ**কে ভয় করো, যাঁর নাম নিয়ে প্রার্থনা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো। নিশ্চয় **আল্লাহ** সর্বদা তোমাদেরকে দেখছেন।

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه এই আয়াতে করীমার আলোকে বলেন: মুসলমানদের উপর যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আবশ্যক, তেমনি নিকটাত্মিয়দের হক আদায় করাও খুবই আবশ্যক। তিনি আরো বলেন: নিজের নিকটাত্মিয়দের সাথে সদাচরণ করা খুবই উপকারী,

দুনিয়াতেও, আখিরাতেও, এর কারণে জীবন, মৃত্যু, আখিরাত সবই সজ্জিত হয়ে যায়। (তাফসীরে নঈমী, ৪/৪৫৫-৪৫৬)

সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: সকলেই এর প্রতি একমত যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম, হাদীসে মুবারাকায় কোন শর্ত ছাড়াই আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার আদেশ এসেছে। কোরআনে মজীদেও কোন শর্ত ছাড়াই "ذَوِی الْقُرْبٰی" (অর্থাৎ নিকটজন) ইরশাদ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন: আত্মীয়দের সাথে সদাচরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, যেমন; তাদের টাকা কড়ি ও উপহার ইত্যাদি দেয়া এবং যদি তাদের কোন বিষয়ে তোমাদের সাহায্য প্রয়োজন হয় তবে সেই বিষয়ে তাদের সাহায্য করা, তাদের সালাম দেয়া, তাদের সাথে দেখা করতে যাওয়া, তাদের সাথে থাকা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে দয়াদ্র ও মমতা সূলভ আচরণ করা। যদি সেই ব্যক্তি বিদেশে থাকে তবে আত্মীয়দের নিকট চিঠি পাঠাবে, তাদের চিটির উত্তর দেবে যেন সম্পর্ক ছিন্ন হতে না পারে এবং সম্ভব হলে দেশে আসা এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক তাজা করে নেয়া, এরূপ করাতে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। (বর্তমান যুগে যেহেতু চিঠি লেখার প্রবণতা খুবই কম, সুতরাং ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও যোগাযোগ রক্ষা যেতে পারে, কেননা উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পর্ক বজায় রাখা, তা যেকোন জাযিয় পন্থায় হোক না কেন) (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৫৮, ১৬তম অধ্যায়)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আসুন! আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার ১০টি উপকারীতা পর্যবেক্ষণ করি:

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ১০টি উপকারীতা

হযরত সায়্যিদুনা ফকিহ আবু লাইস সামারকান্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ১০টি উপকারীতা রয়েছে, (১) **আল্লাহ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, (২) মানুষের আনন্দ লাভের উপায়, (৩) ফিরিশতারা খুশি হয়, (৪) মুসলমানের পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির প্রসংশা হয়, (৫) এর কারণে শয়তানের দুঃখ হয়, (৬) বয়স বৃদ্ধি পায়, (৭) রিযিকে বরকত অর্জিত হয়, (৮) মরহুম বাবা

দাদারা খুশি হয়, (৯) পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং (১০) মৃত্যুর পর তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায়, কেননা লোকেরা তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে।

(তাম্বিহুল গাফিলিন, পৃষ্ঠা-৭৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিকটাত্মীয়দের সম্মান করা, তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সর্বদা সম্পর্ক জুড়ে রাখা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস!! আজকাল অনেকে হয়তো কোন অপারগতার কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন বা এই সম্পর্ককে কোন উদ্দেশ্যের কারণে জুড়ে রাখেন, অনেক মূর্খ মুসলমান ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে বা অযথা আত্মীয় স্বজনদের সাথে রাগ করে কয়েক বছর পর্যন্ত পরস্পর মেলামেশা করে না, যদি কোন অনুষ্ঠানে সামনাসমনি হয়েও যায় তবে একে অপরের দিকে তাকাতেও চায় না এবং অনেকে তো এমনও বলে যে, আমার সাথে যে ভাল, আমিও তার সাথে ভাল এবং যে আমার সাথে খারাপ আমিও তাদের সাথে খারাপ। এই কারণেই অনেকে বিয়ে শাদী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে শুধু তাদেরই দাওয়াত করে যারা তাদের দাওয়াত দেয় বা তাদের সাথে কোন লাভ সম্পৃক্ত, এর বিপরীতে যে আত্মীয় তাদের কাজে আসে না, বা বেচারা দারিদ্রতা ও অভাবের কারণে তাদের দাওয়াত দেয় না, তবে এমন আত্মীয়দের নিজেদের অনুষ্ঠানের দাওয়াত দেয়া তো দূর, তাদের সাথে সালাম দোয়ার সম্পর্ক বজায় রাখাও অপছন্দনীয় মনে হয়। এমনিভাবে যাকাতের হকদার আত্মীয়দেরও সর্বদা অবহেলা করা হয়, মোটকথা আত্মীয়দের মাঝে এখন পূর্বের ন্যায় ভালবাসা, একাগ্রতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষীতার চেতনা শেষ হতে চলেছে, অথচ আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "পরস্পর একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না, পেছন ফিরিও না, বিদ্বেষ পোষন করিও না, হিংসা করিও না এবং হে **আল্লাহর** বান্দারা! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও, কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় রাখে।" (তিরমীযি, আবওয়াবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৭৬, হাদীস নং-১৯৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটি যুগ ছিল যে, সকল মুসলমান খুবই বাআদব এবং একে অপরের ইজ্জত ও মহত্বের রক্ষক ছিল, সুন্দর চরিত্রের প্রতিচ্ছবি ছিল, বাআদব ও লজ্জাশীল এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের প্রতিবিম্ভ ছিল। ছেলে মেয়ে তাদের পিত মাতার সাথে, শাগরেদ ও মুরীদ তার ওস্তাদ ও পীরের সাথে চোখে চোখ রাখা তো দূর, সামনে আসতেও ঘাবড়াতো, কথোপকথনের সময় দৃষ্টি নত রাখতো, আওয়াজ নম্র করতো এবং যা আদেশ হতো পালন করতো। তাদের অবর্তমানেও আদব অমায়িক থাকতো এবং বড়দের নাম দ্বারা নয় উপাধী দ্বারা স্বরণ করতেন। মোটকথা সর্বদা মর্যাদা ও পদবীর পার্থক্য এবং বড় ছোটদের মাঝে প্রভেদ রাখতেন। কিন্তু আফসোস! আর এখন আমাদের মধ্যে প্রায় সবাই সেই মাদানী মূলনীতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, আচার আচরন সম্পর্কে অজানা, শরিয়তের বিধান সম্পর্কে অনবহিত, বংশীয় এবং সামাজিক নিয়মের ধ্বংসযজ্ঞতায় একে অপরের চেয়ে অধিক নির্লজ্জতা ও দুশ্চরিত্রের প্রকাশ করে যাচ্ছে। ছেলে বাবার সাথে চোখে চোখ রেখে নয় বরং কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলছে। মেয়ে মায়ের হাতের কাজে সাহায্য তো করে না কিন্তু হাত ঠিকই উঠায়। ছোটরা চরিত্রবান নয়, বড়রা মমতাময় নয়, বন্ধুরা বিশ্বস্ত নয়, প্রতিবেশীরা সদয় নয়, মেয়ে বদ মেজাজী তো মা কড়া মেজাজী। শাগরেদ (ছাত্র) বিনম্র নয় আর ওস্তাদ সৎ চরিত্রবান নয়। ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত এবং উত্তম সহচর্য থেকে দূরে থাকার কারনে পিতা মাতা সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা দিতে পারছে না সন্তান পিতা মাতার খেদমত করছে। মোটকথা আমাদের ঔদ্বত্যপূর্ণ আচার এবং অসংযত বাক্যই যা আমাদের ঘরোয়া এবং সামাজিক রীতি নীতিকে ভাঁজ করে রেখে তিক্ত ও বিতৃষ্ণ বানিয়ে দিয়েছে। অথচ আমরা যখন আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মুবারক জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে জানতে পারি যে, তাঁরা তাঁদের বড়দের অনেক আদবকারী ছিলেন।

পীর ও মুর্শিদের আদব

হযরত আল্লামা আবুল কাসেম আব্দুল করিম কুশাইরী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ খুবই সূচারুভাবে নিজের পীর ও মুশিদের দরবারে উপস্থিত হতেন, তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ

বলেন: প্রথমদিকে যখনই আমি আমার মুর্শিদে করীম (হযরত আবু আলী দাক্কাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ) এর মজলিশে যাওয়ার সৌভাগ্য পেলাম তখন সেই দিন রোযা রাখতাম, অতঃপর গোসল করতাম। তবেই আমি আমার পীর ও মুর্শিদের মজলিশে যাওয়ার হিম্মত পেতাম। অনেকবার তো এমনও হয়েছিল যে, মাদরাসার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যেতাম, কিন্তু লজ্জার কারণে দরজা থেকেই ফিরে আসতাম, এবং যদিও সাহস করে ভেতরে প্রবেশ করেও নিতাম তবে মাদরাসার মধ্যখানে পৌঁছতেই শরীরে এমন শিহরণ সৃষ্টি হয়ে যেত (এবং শরীর এমভাবে অবশ হয়ে যেত) যে, এমন অবস্থায় যদি আমার শরীরে সুইও ঢুকিয়ে দেয়া হত তবে সম্ভবত আমার অনুভবই হতো না। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, পূর্ববর্তী লোকেরা নিজেরদের পীর ও মুর্শিদের কিরূপ আদব ও সম্মান করতো, যেন মুর্শিদের আদব তাঁদের শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হয়ে গেছে, তাঁদের উদ্দ্যোমীপণা ভরা ঘটনাসমূহ পড়ে বা শুনে হতবাক হয়ে যায় যে, এভাবেও কি পীর ও মুর্শিদের আদব করা যেতে পারে! একারণেই তো তাঁরা পীর ও মুর্শিদের পূর্ণ ফয়য দ্বারা ধন্য হতেন। মনে রাখবেন! পীর ও মুর্শিদের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁদের আদব রক্ষা করাও প্রত্যেক মুরীদের উপর আবশক, পিতা মাতা, ওস্তাদ এবং বড় ভাইয়ের মর্যাদা আর তাঁদের গুরুত্ব তো রয়েছেই কিন্তু পীর ও মুর্শিদ হচ্ছে সেই মহান ব্যক্তিত্ব যে, যার সহচর্যের বরকতে ঈমানের নিরাপত্তার মানষিকতা নসীব হয়, মন্দ আক্বীদার পরিচয় লাভ হয়, জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জানা যায়, গুনাহের প্রতি বিরক্তি এবং নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, লোকেদের অন্তরে সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়, মোটকথা পীর ও মুর্শিদের তাঁর মুরীদদের প্রতি অসংখ্য অনুগ্রহ রয়েছে, সুতরাং যদি কোন সৌভাগ্যবান কামিল মুর্শিদের দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে মুরীদ হওয়ার সৌভাগ্য পায়, তবে তার উচিৎ যে, তার মুর্শিদের ফয়য পাওয়ার জন্য আদবের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকা। যেই মুরীদরা মন প্রাণ দিয়ে নিজের পীর ও মুর্শিদের আদব করে, তাঁদের আদব ও হকসমূহে আদায়ে অলসতা করে না, তবে এমন সৌভাগ্যবান মুরীদরাই উন্নতির শিখরে পৌঁছে এবং পীর ও মুর্শিদের প্রিয়, মাহবুব এবং মনজুরে নজর হয়ে যায়, পীর ও মুর্শিদের অনুগ্রহ ও

হকসমূহ কত বেশী এবং তাঁদের আদব ও সম্মান কত প্রয়োজন, তার অনুমান বুযুর্গানে দ্বীনদের এই বাণী সমূহ থেকে করুন।

হযরত যুন নুন মিসরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: যখন কোন মুরীদ আদবে প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তখন সে সেখানেই ফিরে যায়, যেখান থেকে সে চলতে শুরু করেছে। (রিসালাতু কুশাইরিয়া, বাবুল আদব, পৃষ্ঠা-৩১৯)

হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ কে যখন আরয করা হলো যে, মুরীদের উপর পীরের কিরূপ হক রয়েছে? তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: যদি কোন মুরীদ হজ্বের রাস্তায় পীরকে মাথায় উটিয়ে রাখে, তবুও পীরের হক আদায় হতে পারে না। (হাশত বাহাশত, পৃষ্ঠা-৩৯৭)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: মুরীদের শান হচ্ছে, কখনো তার অন্তরে এরূপ ভাবনা যেন না আসে যে, সে তা মুর্শিদের অনুগ্রহের ঋণ শোধ করে দিয়েছে। যদিওবা নিজের মুর্শিদের হাজারো বছর খেদমত করে এবং তার জন্য লাখো টাকা খরচ করে, কেননা যে মুরীদের অন্তরে সামান্য খেদমত এবং সামান্য টাকা খরচ করার পর এই ভাবনা আসে যে, সে মুর্শিদের কিছু হক আদায় করে দিয়েছে তবে সে তরিকতের পথ থেকে সরে গেছে, অর্থাৎ পীরের ফয়যের সাথে তার কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট রইল না।

(আনওয়ারুল কুদসীয়া, ২য় অধ্যায়, ২৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা, মুর্শিদের আদব ও সম্মান কত বড় নেয়ামত, যার এই নেয়ামত নসীব হয়ে যায় তার তো কথাই নেই, আজকাল যদি আপনি কোন বাআদব মুরীদের মর্যাদা দেখতে চান তবে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর বরকতময় স্বত্তা আমাদের সামনে রয়েছে, যিনি নিজের পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদী কুতবে মদীনা হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দিন আহমদ মাদানী কাদেরী রযবী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এবং ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর প্রতিও শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করার কারণে **আল্লাহ তাআলা** তাঁকে কিরূপ দান করলেন যে, আজ দুনিয়া জুড়ে তাঁর প্রসিদ্ধির সাড়া পড়ে গেছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও চাই যে, **আল্লাহ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে, আমরা আমাদের পীর ও মুর্শিদের মাহবুব ও মনজুরে নজর হয়ে যাই, তবে আমাদেরও আদবের পথকে শক্তভাবে আকঁড়ে ধরতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সফলতা আমাদের কদম চুমু খাবে।

৭ নম্বর মাদানী ইনআমাতের উৎসাহ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শুধু নিজেই বাআদব ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী নয় বরং তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুসলমানদের আদব ও সম্মান শেখানোর জন্য "**ইহতিরামে মুসলিম**" নামে রিসালা লিপিবদ্ধ করেছেন, তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে মুসলমানদের আমলদার বানানোর পাশাপাশি বাআদব বানানোর জন্য শরীয়ত ও তরীকতের সমন্বিত সমষ্টি "**৭২ টি মাদানী ইনআমাত**" প্রশ্নোত্তর আকারে প্রদান করেছেন। এই রিসালার ৭ নম্বর মাদানী ইনআমাত হচ্ছে " আপনি কি আজ (ঘরে এবং বাইরেও) প্রত্যেক ছোট ও বড় এমনকি মা (এবং যদি থাকে তবে নিজ সন্তান এবং তাদের মাকেও) '**তুই**' বলে সম্বোধন করেছেন? তাছাড়া প্রত্যেকের সাথে কথাবার্তা বলার সময় '**হ্যাঁ**' করে নাকি '**জ্বী**' করে কথা বলেছেন? ('**আপনি**' করে বলা, এবং '**জ্বী**' করে উত্তর দেয়াটা মার্জিত ও সঠিক জবাব)

আমাদেরও উচিৎ যে, এই মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রত্যেকের সাথে মার্জিত ভাষায় কথাবার্তা বলা, তুই তুকারী এবং বাজারী ভাষায় না পরিবারের সাথে কথা বলবেন এবং না পরিবারের বাইরে, দেখা যায় যে, অনেকে বাইরে তো খুবই উত্তম চরিত্রের ধারক হয় এবং ভদ্র ভাষায় কথা বলে কিন্তু যখনই ঘরে পা রাখে "**জঙ্গলের বাঘের**" ন্যায় গর্জন করতে থাকে, তুই তুকারী এবং আপত্তিকর কথাবার্তা বলতে থাকে বরং মারামারি করতেও দ্বিধা করে না, এমন লোকেদের **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ইরশাদ নিজের অন্তরে বসিয়ে নেয়া উচিৎ।

মদীনার তাজেদার, নবীদের সর্দার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهٖ وَلِبَنَاتِهٖ অর্থাৎ তোমাদের সবার মধ্যে উত্তম সেই, যে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে ভাল।” (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪১৫, হাদীস নং-৮৭২০)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: উত্তম চরিত্রবান সেই, যে নিজের স্ত্রী সন্তানদের সাথেও উত্তম চরিত্রবান হয়, কেননা তাদের সাথে সর্বদাই কাজ থাকে, অন্য মানুষের সাথে উত্তম চরিত্রবান হওয়া উৎকর্ষতা নয়, কেননা তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় কখনো কখনো। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৯৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী ইনআমাতের এই মহৎ উপহারটি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতকে সজ্জিত করতে একটি অনন্য উপায়, এর উপর আমলকারী হয়েই আমরা নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার মহান চেতনা পেতে পারি আর একাকিত্বে মাদানী ইনআমাতের রিসালা খুলে এতে দেয়া প্রশ্নাবলীর উত্তরে নিজেই **‘হ্যাঁ’** বা **‘না’** দ্বারা নিজের আমলের ভাল মন্দের হিসেব নিয়ে নিজের ভূলগুলো সুধরে নিতে পারেন। যেন মাদানী ইনআমাত আমাদেরকে প্রতিদিন নিজেরই প্রতিষ্ঠিত আত্মনিরিক্ষনের আদালতে হাজির করে আমাদেরই বিবেক দ্বারা ফয়সালা করায় এবং আমাদের নিজের সংশোধন ও মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। আসলে এই মাদানী ইনআমাত জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার আমলের উৎসাহের সমষ্টি। যেন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের আমলের দূরাবস্থাকে দেখছেন এবং আমাদের সংশোধনের এক সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, যাতে আমরা যেন প্রতিদিন সময় নির্ধারণ করে ফিকরে মদীনা করার উপর অটলতা অর্জন করতে সফল হয়ে যাই। এই কারণেই যে, অসংখ্য ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং ছাত্ররা প্রতিদিন ঘুমোনোর পূর্বে **“ফিকরে মদীনা”** করে মাদানী ইনআমাতের রিসালায় দেয়া খালি ঘর পূরণ করেন, যার বরকতে নেককার হওয়ার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পথে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায় এবং এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরন গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হেফাযতের মন মানষিকতা সৃষ্টি হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সালাম করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে সালা, করার কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি। ✵ মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। ✵ দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ। ✵ আগে সালাম করা সুন্নাত। ✵ প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ্ তাআলার** নিকটবর্তী ও প্রিয়।

ঘোষণা

সালাম করার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই সুন্নাত ও আদব সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত
৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى
الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**